

মহাশিবিরাত্রি পূজা বধিঃ

মহাশিবিরাত্রি পূজা বধিঃ

=====

শবিকে বলা হয় আশুতোষ। অর্থাৎ আশু বা খুব তাড়াতাড়ি অল্পেই তুষ্ট হন যিনি! ফলে, সব পুরাণ মতে তাঁকে তুষ্ট করার জন্য পঞ্চাশের বীজমন্ত্র 'নমঃ শবিয়'-ই যথেষ্ট! নমিষ্ঠা সহকারে, ভক্তিভরে নমঃ শবিয়-এর উচ্চারণেই তাই সাঙ্গ হয় শবিপূজার যাবতীয় বধি।

কিন্তু মহাশিবিরাত্রি পূজা অন্য দিনের শবিপূজার চেয়ে একটা দিক থেকে আলাদা। এটি ব্রত অর্থাৎ, এটি বিশেষ পূজার দিন। যে কোনও ব্রত পালনের কিছু বিশেষ নয়িম থাকেই। মহাশিবিরাত্রিও রয়েছে। যহেতে সারা বছরব্যাপী শবিপূজার মধ্যে এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই এই ব্রত পালন শুরু হয় মহাশিবিরাত্রি আগের দিন থেকে। শেষে হয় পরের দিন। অতএব, সেই ব্রত পালনের জন্য তৈরি হওয়া যাক আজ থেকেই!

=> ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথি-ই শবিপুরাণ মতে মহাশিবিরাত্রি। তাই ত্রয়োদশী তিথি থেকেই নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে এই বিশেষ পূজার জন্য। শবিপুরাণ মতে এবং মহাশিবিরাত্রি ব্রতপালন বধি অনুসারে ত্রয়োদশীতে এক বেলো নরীমষি আহার খেয়ে থাকতে হয়। যাতে চতুর্দশীতে উদরে আহারের কণামাত্রও না থাকে!

=> মহাশিবিরাত্রি দিন একবারে সকালই ঘুম থেকে উঠে পড়া নয়িম। ঘুম থেকে উঠেই স্নান করে নতি হয়। কালো তলি ভেজা জলে স্নান করাই বধিয়ে। শবিপুরাণ মতে, তাতে শরীর শুদ্ধ হবে।

=> স্নান শেষে হয়ে গেলে সঙ্কল্পের পালা। কেনে না, এই পূজা এবং ব্রত পালন করতে হয় নিজেকে সংযত রেখে। মনে মনে সঙ্কল্প করুন --- চতুর্দশীর সারা দিন এবং রাত আপন শি শুদ্ধ শরীরে এবং মনে থাকবেন। থাকবেন উপবাসে। সঙ্কল্প হয়ে গেলে "নমঃ শবিয়" বীজমন্ত্রে প্রণাম জানান শবিকে। তাঁর আশীর্বাদ কামনা করুন। যাতে আপনার সঙ্কল্প রক্ষা হয়।

=> অনেকে আজকাল দুপুরের মধ্যেই শবিপূজা সরে নেন। কিন্তু যখন বলছি মহাশিবিরাত্রি, তখনই স্পষ্ট- এই পূজার আদর্শ সময় রাত। সারা রাত ধরে চলে মহাশিবিরাত্রি ব্রত। তাই সন্ধ্যাবেলাতেও একবার স্নান করে শুদ্ধ হয়ে পূজার জোগাড় করুন। হাতের কাছে গুছিয়ে রাখুন জল, দুধ, দই, ঘি, মধু, ফুল, বেলপাতা, গোলাপ জল, চন্দন বাটা, কুঙ্কুম বা সাদুর, ধূপ, ঘিয়ে প্রদীপ, পাঁচটি ফল, মস্টি।

=> মহাশিবিরাত্রিকে ভাগ করা হয় চারটি প্রহরে। এক একটি প্রহরে গুণগামাটি দিয়ে তৈরি করতে হয় একটি করে শবিলিঙ্গ। খয়োল রাখুন, এক প্রহরের লিঙ্গের পূজা অন্য প্রহরে করা যায় না। কেনে না, প্রহর ভেদে শবিরে চারটি রূপের পূজা করা হয় এই রাত। তবে, গুণগামাটিনা পলে বা শবিলিঙ্গ বানাতেনে জানলে কালো পাথরের একটাই লিঙ্গ বা বাণলিঙ্গ, নর্মদালিঙ্গ, রত্নলিঙ্গ ইত্যাদি বহিতি আধারে পূজা করা যায়।

=> মহাশিবিরাত্রি পূজার প্রথম ধাপ অভষিকে। অর্থাৎ, লিঙ্গকে স্নান করানো। প্রথম প্রহরে ' হট্ট ঈশাণায় নমঃ' মন্ত্রে দুধ দিয়ে, দ্বিতীয় প্রহরে ' হট্ট অঘোরায় নমঃ' মন্ত্রে দই দিয়ে, তৃতীয় প্রহরে ' হট্ট বামদেবায় নমঃ' মন্ত্রে ঘি দিয়ে এবং চতুর্থ প্রহরে ' হট্ট সদ্যোজাতায় নমঃ' মন্ত্রে মধু দিয়ে স্নান করিয়ে পূজা করতে হয়। এই সময় প্রার্থনা করা হয়, হে শবি, তোমাকে নমস্কার। তুমি সৌভাগ্য, আরোগ্য, বদ্বিষা, অর্থাৎ, স্বর্গ, অপবর্গ দিয়ে থাকো। তাই এগুলো তোমার কাছে প্রার্থনা করছি হে গঠীপতি, তুমি আমাদের ধর্ম, জ্ঞান, সৌভাগ্য, কাম, সন্তান, আয়ু ও অপবর্গ দাও।

=> অভষিকেরে পরে শবিলঙ্গিগে চারপ্রহরে চারটি অর্ঘ্য দোয়া নয়িম। তার পর, ফুলে সাজিয়ে দনি শবিলঙ্গিগ। ফুল এবং মালা দোয়ার সময়ে উচ্চারণ করুন নমঃ শবায়।  
 > তার পরে চন্দন বাটার প্রলপে দনি শবিলঙ্গিগে। চন্দনের পরে কুঙ্কুম বা সঁদুরেরে আলপেন দনি।  
 > এর পর ধূপ এবং ঘয়িরে প্রদীপ নিয়ে "নমঃ শবায়ঃ" মন্ত্রে আরত কিবুন।  
 > আরতির পর ফল এবং মষ্টি নিবিদেন করুন শবিকে।  
 > সবার শেষে সম্ভব হলে পাঠ করুন শবিরে অষ্টোত্তর শতনাম।  
 > প্রত্যকে প্রহরই এভাবে পূজো করুন শবিকে। উপবাস ভঙ্গ করুন পরেরে দনি।  
 > খয়োল রাখবনে, মহাশবিরাত্রির পরেরে দনি সূর্যোদয়ের আগই স্নান করে, চতুর্দশী তথি থাকতে থাকতে উপবাস ভঙ্গ করতে হয়। কোনও ব্রাহ্মণেরে কাছে শবিরাত্রির ব্রতকথা শুনতে, তাঁকে দক্ষিণা দিয়ে উপবাস ভঙ্গ করুন। নমঃ শবায়ঃ!

---

বধি অনুযায়ী পূজা রাত্রির চার প্রহরে চার বার ---দুধ, দই, ঘি ও মধু দিয়ে শবি স্নান কর্তব্য।

-

প্রথম ---

সঙ্কল্প -- ওঁ শবিরাত্রি ব্রতং হযতেৎ করষ্মিযে দৃহং মহাফলং।

----- নর্বিঘ্নিমস্তু মদেবে তৎপ্রাদাজ্জগৎপতে।।

-

এইবার বধিসিম্মত পূজা করে নীচে দোয়া হল।

আসনে বসে রুদ্রাক্ষমালা, ভস্মত্রপিণ্ড্র ধারণ করে পঞ্চবধি শুদ্ধি, সূর্যার্ঘ্য, গুরু, ইষ্ট এবং পঞ্চদবেতার পূজা করতে হবে। বিশেষ স্নান ও অর্ঘ্য মন্ত্রে রাত্রির চার প্রহরে শবিপূজা কর্তব্য।

-

প্রথম প্রহর

=====

'ওঁ হট্ট ঙ্গশানায় নমঃ' ----মন্ত্রে দুধ দিয়ে স্নান করিয়ে পরে জলে স্নান করতে হবে ---

অর্ঘ্য মন্ত্র --

ওঁ শবিরাত্রি ব্রতং দবে পূজাজপপরায়ণঃ।

করোমি বধিবিত্তং গৃহাণার্ঘ্যং মহেশ্বরঃ।।

-----

-----

দ্বিতীয় প্রহর

=====

'ওঁ হট্ট অঘোরায় নমঃ' ----মন্ত্রে দই দিয়ে স্নান করিয়ে পরে জলে স্নান করতে হবে --

-

অর্ঘ্য মন্ত্র --

ওঁ নমঃ শবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ।

শবিরাত্রটো দদামর্ঘ্যং প্রসীদ উময়া সহ।।

-----

-----

তৃতীয় প্রহর

=====

'ওঁ হট্ট বামদবোয় নমঃ' ----মন্ত্রে ঘি দিয়ে স্নান করিয়ে পরে জলে স্নান করতে হবে -

--

অর্ঘ্য মন্ত্র --

ওঁ দুঃখদারদিরশোকেনে दग्धोहहं पार्वतीश्वर।  
शबिरात्ररौ ददामर्घ्यं उमाकान्तं प्रसीद मे॥

चतुर्थ प्रहर

=====

'ওঁ হট্টৈ সদ্‌যোজাতায় নমঃ' ----মন্ত্ৰে মধু দয়ি়ে স্নান করয়ি়ে পরে জলে স্নান করাতে  
হবে ---

অর্ঘ্য মন্ত্ৰ --

ওঁ মমকৃত্যান্মনকোনি পাপানি হর শঙ্কর।

शबिरात्ररौ ददामर्घ्यं उमाकान्तं गृहाण मे॥

প্রত্‌বিার পূজার শেষে অষ্টমূর্তি, গটৌরী, স্কন্দ, গণপতি, নন্দীশ্বরাদি শিবিগণদের পূজা  
কর্তব্য। পূজার শেষে শিবনির্মাল্য দ্বারা চণ্ডেশ্বরের পূজা করনীয়।

যে শবিরাত্রি পূজা বধি দিওয়া হল, তা সাধারণ ভক্ত, যারা পুরোহিতি দ্বারা বা  
প্রত্‌ষ্টিতি মন্দিরে গিয়ে পূজা করবনে, তার কথা মাথায় রাখবে। যারা স্বয়ং  
পূজায় অধিকারী, তাদের জন্য বধি খুব তাড়াতাড়ি দিওয়া হবে।

हर हर महादेव

शबिरात्रनिर्गण्यवशिये स्मार्त भट्टाचार्य रघुनन्दनस्य बधिान यथा-

"यद्‌दनिे प्रदोषनशीथोभय।

व्यापनी चतुर्दशी तद्‌दनिे व्रतम्‌। यदा तु पूर्वदयुनशीथव

व्यापनी परदेयुः प्रदोषमात्रव्यापनी तदा पूर्वदेयुर्व्रतम्‌। यदा तु न

पूर्वदयुनशीथव्यापतिः परदनिे प्रदोषव्यापनी तदा परदनिे।"

অর্থাৎ, যেইদনি চতুর্দশী প্রদোষ ও রাত্রি উভয়ব্যাপনী হবে, সেদনি শবিরাত্রি  
পালনীয়। অভাবে যদি দেখা যায় যে পূর্বদনিে রাত্রি ও পরদনিে কেবল প্রদোষস্পৃষ্ট  
চতুর্দশী প্রাপ্তি হচ্ছে, সেক্ষেত্রে পূর্বদনিে অর্থাৎ নশীথযুক্ত চতুর্দশীকে গ্রহণ  
করতে হবে। যদি তথি পূর্বদনিে নশি অতিক্রম করে শুরু হয়ে পরের দনি প্রদোষ নিয়ে  
থাকবে, তাতে পরদবিসে ব্রত পালনীয়।

पारण वशिये यथा-

पारणन्तु परदनिे चतुर्दशीलाभे चतुर्दश्यां तदलाभे अमावस्यायाम्‌।

অর্থাৎ, পরদবিসে চতুর্দশী লাভে চতুর্দশীতে, না পাওয়া গেলে অমাবস্যায় পারণ  
কর্তব্য।

प्रमाण वशिये वशिधुधर्मोत्तर, स्कन्दपुराण, लङ्गिगपुराण ও গটৌতমীয় তন্ত্ৰ  
দ্রষ্টব্য।